২২/৮/২০০১

যুগান্তর

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ...৪৭ কলাম...২......

পর্যাপ্ত শিক্ষা গ্রহণ ছাড়াই দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ থেকে ডাক্তার হচ্ছেন ছাত্রছাত্রীরা

আমিনুল হক ও আহসানুল আলম সাথী, *দিনাজপুর থেকে*

হাতেকলমে পর্যাপ্ত শিক্ষা গ্রহণ ছাড়াই দিনাজপুর মেডিকেল কলেজের ছাত্রছাত্রীরা একে একে ডাক্তার হয়ে বের হচ্ছেন। কলেজটি চালু হওয়ার ৯ বছর পার হলেও এর মূল সমস্যাগুলো সমাধান হয়নি আজও। তারা ডাক্তার হচ্ছেন অস্বচ্ছ ধারণা নিয়ে। দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয় '৯২ সালে ৫০ জন ছাত্রছাত্রী নিয়ে। শুরু থেকে কলেজের ক্লাস হতো স্থানীয় ডিগ্রি কলেজের পুরনো ছাত্রাবাসে। সেখানেই ক্লাস চলে দীর্ঘ ৮ বছর। গত বছর থেকে ক্লাস হচ্ছে কলেজের নতুন ভবনে। দিনাজপুরের সদর হাসপাতালটিকে মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। এটি ছিল ১০০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল, এখন করা হয়েছে ২৫০ শয্যা। সেখানেই ছাত্রছাত্রীসহ ইন্টার্নি ডাক্তারদের ব্যবহারিক বিষয়ে শিক্ষা দেয়া হয়। হাসপাতালটি থেকে মেডিকেল কলেজ ও ছাত্রাবাসের দূরত্ব প্রায় ৪ কিলোমিটার। সেখান থেকে যাতায়াত করতে হয় ছাত্রছাত্রীদের মাসিক ১০০ করে টাকা দিয়ে ভাড়ার বাসে। জায়গা স্বল্পতাসহ তদারকি ব্যবস্থা দুর্বলতার জন্য এক অস্বস্তিকর পরিবেশে ছাত্রছাত্রী ও ইন্টার্নি ডাক্তারদের লেখাপড়াসহ কাজ করতে হয়।

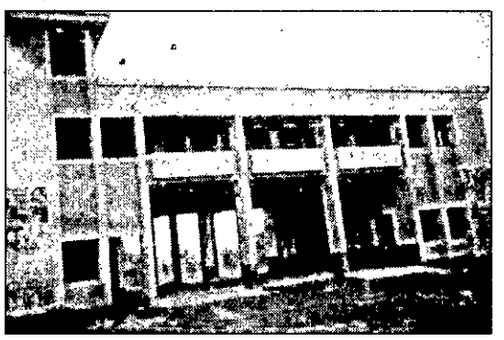

দিনাজপুর : মেডিকেল কলেজ —যুগান্তর

এই মেডিকেল কলেজ থেকে ইতিমধ্যে ৩৭ জন ডাক্তার হয়ে বেরিয়ে গেছেন। বর্তমানে ইন্টার্নিশিপ করছেন ৫৩ জন। এরাও অল্প দিনে পূর্ণাঙ্গ ডাক্তার হিসাবে বেরিয়ে যাবেন। বর্তমানে কলেজটিতে ৯ম ব্যাচ চলছে। নিয়মানুযায়ী তৃতীয় বর্ষ থেকে হাসপাতালে কাজ শুরু করা হয়। কিন্তু সেটি এই কলেজে পূর্ণাঙ্গভাবে হচ্ছে না।

দিনাজপুরের সদর এই হাসপাতালে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা দানের জন্য যেসব সুযোগ-সুবিধা থাকার কথা, সেসবের অনেকগুলোই নেই। তবে থিয়োরি ক্লাস হচ্ছে ঠিকভাবেই। সেখানে নেই হৃদ রোগীদের করোনারি কেয়ার ইউনিট (সিসিইউ), অপরিপক্ব হিসাবে জন্মগ্রহণ করা শিশুদের চিকিৎসার জন্য 'ইনকুবেটর' যন্ত্র এবং নিউরো সার্জারি বা মেডিসিন বিভাগ ও অপারেশন থিয়েটারের পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা।

এরপর হাসপাতালে ভর্তি থাকা রোগীদের চিকিৎসার ব্যাপারে আলোচনার জন্য নেই সেখানে প্রয়োজনীয় সংখ্যক রেজিস্টার, সহকারী রেজিস্টার ও মেডিকেল অফিসার। ফলে স্বল্প সময়ের জন্য ছাত্রছাত্রীদের বা ইন্টার্নি ডাক্তারদের চিকিৎসার ব্যাপারে আলোচনা করেন অধ্যাপকরা স্বয়ং। কলেজ সংলগ্ন এলাকায় ৫০০ শয্যাবিশিষ্ট নতুন হাসপাতাল নির্মাণের জায়গা নেয়া হয়েছে এবং এর ভিত্তিপ্রস্তরও স্থাপন করেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী প্রায় তিন বছর আগে। কিন্তু এই দীর্ঘদিনেও সেটির নির্মাণ কাজ শুরু হয়নি।